মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতাই বিএনপি সমর্থক্দের মামলায় জামায়াতের তিনজন গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজারে।

আহতরা হলেন-একই এলাকার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন, ইয়ার আলীর ছেলে মাসুদ রানা ও ঝন্টু আলীর ছেলে জুয়েল আহমেদ।

আহত উজ্জ্বল হোসেন বলেন, আমরা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় বিএনপি সমর্থিত রিপন হোসেন আমাকে বলে জামায়াত এতো ভোট পাইলো কি করে? তারপর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিপন ও তার লোকজন মিলে আমাদের উপর অর্তকিত হামলা চালায়। এবং আমাদের বেধড়ক মারধর করে।

পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

স্থানীয় রকিব হোসেন বলেন, আমরা পাশের দোকানে বসে ছিলাম এমন সময় দেখি বেশ কয়েকজন মিলে ধস্তাধস্তি ও মারামারি করছে। আমরা পরবর্তীতে উভয় পক্ষকে থামিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার তথ্য পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। বতর্মানে উক্ত এলাকার পরিস্থিতি সাভাবিক। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে জুম্মার নামাজের সময় দুই গ্রামের দুটি মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম থেকে জুম্মার নামাজের সময় পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এসব চুরির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে রাসেল জুম্মার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে স্থানীয় মসজিদে যান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে তিনি দেখতে পান, তার মোটরসাইকেলটি সেখানে নেই। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-ল-১২-৪২৪৯।

একই সময়ে একই ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শহীদের মোটরসাইকেলও চুরি হয়। শহীদ বাড়ি থেকে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে রামদাসপুর গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষে বের হয়ে তিনি আর তার মোটরসাইকেলটি খুঁজে পাননি। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-হ-১৩-১৩৪৪।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর থানায় পৃথক দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,

“লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

আলমডাঙ্গায় ডিএপি সার পাচারের সময় আটক, কৃষকদের ক্ষোভ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩০ বস্তা ডিএপি সার পাচারের সময় স্থানীয় জনতা এক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকসহ সারগুলো আটক করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মহেশপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের মিনারুল ইসলাম সরকারি বরাদ্দের ৩০ বস্তা ডিএপি সার অবৈধভাবে বিক্রি করেন গোপীবল্লভপুর বাজারের ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলামের কাছে। পাচারের উদ্দেশ্যে সার বোঝাই ইজিবাইকটি মহেশপুর মোড়ে পৌঁছালে গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয় জনতা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবুল বাসারের সহযোগিতায় সারগুলো জব্দ করে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসে জমা দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ করেন, সরকারি বরাদ্দের সার প্রকৃত কৃষকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে বেশি দামে বিক্রি করছেন। ফলে কৃষকেরা নিয়মিত সার সংকটে পড়ছেন।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কৃষক কবির হোসেন বলেন, “ভুট্টা রোপণের মৌসুম চলছে। তিন দিন ধরে সার পাওয়ার জন্য ডিলার পয়েন্টে ঘুরছি, তবুও পাইনি। বলছে সার নাই।” অন্য এক কৃষক অভিযোগ করেন, “কৃষি অফিস বলে পর্যাপ্ত সার আছে, অথচ ডিলারের কাছে গেলে বলে শেষ। তাহলে আমরা সার পাব কবে?”

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, ডিলার পয়েন্টে সার শেষ হয়ে গেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এদিকে স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ তুলেছেন—যখন মাঠে চাষাবাদের মৌসুম, তখন এই ধরনের অবৈধ সার পাচারের ঘটনা প্রমাণ করে যে, তদারকিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। তাঁরা দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

ভারতে পালানোর সময় চেকপোস্টে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজশাহীর তানোর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) বেলা ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে তিনি পাসপোর্ট নিয়ে ইমিগ্রেশনে উপস্থিত হলে সফটওয়্যারে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রেফতার জুবায়ের ইসলাম (৫৮) রাজশাহীর তানোর উপজেলা সাদিপুরের মৃত আবু বাক্কারের ছেলে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের টু-আইসি তারেক মাহমুদ জানান, চেকপোস্টে গমনেচ্ছু যাত্রীদের নিয়মিত তথ্য যাচাইয়ের সময় জুবায়ের ইসলামের বিরুদ্ধে রাজশাহীর তানোর থানায় দুটি নিয়মিত মামলার তথ্য ধরা পড়ে। পরে তাকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বরে তানোর থানায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোতে জুবায়ের ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ, হামলা, বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার, চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মামলা দুটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

গাংনীতে জুমার নামাজের সময় ৪টি মোটরসাইকেল চুরি, এলাকায়

চাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জুমার নামাজের সময় দুটি মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে ৪টি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৬ মে) দুপুরে উপজেলার শহরের সন্ধানী স্কুলপাড়া ও উত্তরপাড়ার দুটি মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। মুসল্লিরা নামাজ আদায়ে মসজিদে অবস্থানকালে দুর্বৃত্তরা এই সুযোগে মোটরসাইকেলগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, প্রতিদিনের মতো মুসল্লিরা মোটরসাইকেল মসজিদে যান। কিন্তু নামাজ শেষে তারা বেরিয়ে এসে দেখেন, পার্কিংয়ে রাখা মোটরসাইকেলগুলো নেই। সন্ধানী স্কুলপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে দুটি এবং উত্তরপাড়া জামে মসজিদ থেকে আরও দুটি মোটরসাইকেল চুরি হয় বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা অভিযোগ করেন, ধর্মীয় স্থানে এমন চুরির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ধরনের দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলগুলো উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৎপরতা চালানো হচ্ছে।”
ঘটনার পর স্থানীয়রা মসজিদে ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা।

এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এই সময়ে কেমন এসি চাই

প্রায় সব অফিসেই সহকর্মীদের মাঝে এমন দুয়েক জনকে পাওয়া যায়, যারা এসি’র ‘অত্যাচারে’ অতীষ্ঠ হয়ে থাকেন। বাকিরা যখন গরমে কাবু, তখনও এই ‘কুল’ কলিগদের দেখা যায় এসি থেকে দূরে, রুমের এক কোণায় জ্যাকেট বা হুডি’র আশ্রয় নিচ্ছেন। বাড়িতে বা বন্ধুদের আড্ডাতেও তাদের হরহামেশাই খুঁজে পাওয়া যায়, এসি’র রিমোটের দখল নিয়ে একেকজন যেন রীতিমতো যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন!

পুরোনো ধাঁচের এয়ার কন্ডিশনারে ঠান্ডা বাতাস সঞ্চালনের দিক নিয়ন্ত্রণের সুবিধা না থাকায় সরাসরি হিম শীতল বাতাস সংবেদনশীল ব্যবহারকারীদের গায়ে কাঁটার মত লাগতে পারে। মানুষ অনেক শখ করে বাড়িতে এসি লাগান বাইরের তীব্র গরম ভুলে একটু আরামদায়ক পরিবেশ পাওয়ার জন্য। সেই এসিই উল্টো অস্বস্তির কারণ হয়ে বসলে কারই বা ভালো লাগবে? এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হালের আধুনিক এসিতে ‘উইন্ডফ্রি’ ধাঁচের ফিচার যুক্ত করা হয়ে। কিন্তু ঠিক কীভাবে কাজ করে এই উইন্ডফ্রি সুবিধা?

স্বস্তিতে থাকুন, বিদ্যুৎ বিলের লাগামও টেনে ধরুন

নতুন প্রযুক্তির এয়ার কন্ডিশনারগুলো কেনার ক্ষেত্রে বাজারে ক্রেতারা প্রথমেই খোঁজ করেন, এমন একটি অনন্য ফিচার হয়ে উঠেছে উইন্ডফ্রি। সাধারণ এসি’র সাথে এর পার্থক্য হল, সাধারণ এসি থেকে ঠান্ডা বাতাসের ধারা বা ওয়েভ একেবারে সরাসরি প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে, উইন্ডফ্রি কুলিং অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র বা ‘এয়ার হোল’এর মাধ্যমে শীতল বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। শীতল ও সতেজ বাতাস ধীরে ধীরে চারদিক থেকে পুরো রুমকে সমানভাবে ঠান্ডা করে তোলে। সরাসরি ঠান্ডা বাতাসে অস্বস্তি বোধ করেন এমন ব্যবহারকারীদের জন্য এটি বেশ স্বস্তিদায়ক একটি ফিচার।

আধুনিক এসি’র আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এগুলো অনেকাংশে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। বর্তমানে ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্স কেনার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ডিজিটাল ইনভার্টার প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এখন বেশিরভাগ এসিই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সাহায্য করে। এটি একটানা ঠান্ডা করা ছাড়াও তাপমাত্রাকে স্থির রাখতে পারে, ৭৩ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎবিল সাশ্রয় করতে পারে এবং পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনতে পারে।

চাই ‘বুদ্ধিমান’ এসি

ভেবে দেখুন তো, কর্মব্যস্ত দীর্ঘ একটি দিনের ক্লান্তি শেষে আপনি বাসায় ফিরলেন, আর সাথে সাথেই আপনার ঘরের এসি’টি আপনার পছন্দসই তাপমাত্রা আর সুবিধা অনুসারে নিজ থেকেই চালু হয়ে গেল?

বর্তমানে এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)’এর ব্যবহার এমন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য আর সুবিধার সুযোগ তৈরি করেছে, যা অতীতে কল্পনাও করা যেত না। নিজেদের নতুন ‘উইন্ডফ্রি’ ও ‘স্টেপ-আপ’ মডেলের এসিতে এআই, ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছে স্যামসাং। ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে অপারেশনের ধরণ পাল্টাতে পারে এই আধুনিক এসিগুলো, নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর জন্য দিতে পারে বিশেষায়িত সমাধান। এমনকি ব্যবহারকারী বাসার বাইরে থাকলেও মোবাইল ফোনে স্মার্টথিংস অ্যাপের মাধ্যমে আধুনিক এয়ার কন্ডিশনারগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অ্যাপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ও সাশ্রয় সম্পর্কেও জানা যায়। নতুন মডেলের এসিগুলোতে ওয়েলকাম কুলিং, ভয়েস কন্ট্রোল, অটো ফিল্টার কুলিং অ্যালার্ট, মাল্টিপল প্রোগ্রাম স্কেজ্যুলের মতো স্মার্ট ফিচার যোগ করা হয়েছে। এর এধরণের এসি প্রি-সেট রেডিয়াস সুবিধার কারণে এসি’র কাছাকাছি আসা মাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালুর সুবিধাও দিয়ে থাকে।

এত দামে কিনলেন, টিকবে তো?

হিট এক্সচেঞ্জারের সেরা পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে স্যামসাংয়ের নতুন মডেলের এসিতে শতভাগ কপার কনডেন্সার ব্যবহার করা হয়। এতে আরো রয়েছে প্যাটেন্ট করা ডুরাফিন প্লাস, যা মরিচা প্রতিরোধী আবরণ হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও গ্রাহকদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতে এয়ার কন্ডিশনারের ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসরে ১০ বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে স্যামসাং।

ভাবছেন, এতো চমৎকার সব ফিচার সহ এসি কোথায় পাওয়া যাবে? ওপরের সবগুলো ফিচার সহ সর্বপ্রথম উইন্ডফ্রি এয়ার কন্ডিশনার বাজারে নিয়ে এসেছে শীর্ষ ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং। তাই ঘরে বসে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুভি দেখা, ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডাবাজি কিংবা স্রেফ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য বাসার পরিবেশ আরামদায়ক করে তুলতে স্যামসাং এসি’র এই সর্বাধুনিক ফিচারগুলোর সুবিধা নিতে পারেন আপনিও।